রামসুক তেওয়ারী

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

এসেছিল এই দেশে রামসুক তেওয়ারি
অধিবাসী হবে 'বুন্দী' কি 'রেওয়ারি !

বুক ছিল দরাজ, কি গভীর পেট্‌টি !
ভুট্টার ছাতু খেত, সের দুই লেট্টী ।

আধসের চানা খেত চিবাইয়া দন্তে,
মিছরির সরবৎ কুস্তির অন্তে ।

বাঙ্‌লায় কাটাইয়া গোটা দুই বর্ষা
রামসুক তেওয়ারীর পরকাল ফর্সা ।

প্রাতে আর সন্ধ্যায় চা ধরেছে নিত্য,
আজ বাড়ে অম্বল, কাল বাড়ে পিত্ত ।

কবিরাজ লেগে আছে, লেগে আছে ডাক্তার,
ভুঁড়ি তার কমে গেছে, — বেড়ে গেছে নাক তার ।

খায় দাদ্‌খানি চাল, ডুমুরের ছেঁচকী,
তবু ওঠে উদ্‌গার, কভু ওঠে হেঁচকি ।

বড়া, বড়ি ট্যাবলেট পর্পটি - চূর্ণ;
অনুপান, অবলেহে ঘর তার পূর্ণ ।

ভাঁজিবার মুদগর - শৌর্য্যের উৎস
দুরে পড়ে খোঁজ আজ মদ্‌গুর মৎস্য ।

ভাবেনি সে হবে তার এতবড় 'চেঞ্জই',
পাঞ্জাবী হল তার পুরাতন গেঞ্জি ।

অবশেষে অসুখের সংবাদ পাইয়া
দেশ থেকে ধেয়ে এলো দেশোয়ালী ভাইয়া ।

করে দিলে প্রথমেই চা খাওয়াটা বন্ধ
যে ভাষায় বল্লে সে কত কি যে মন্দ ।

ভোরে ঘোরে খোলামাঠে রামসুক সাথে সে
তুলসীর রামায়ণ পাঠ করে রাতে সে ।

চা ছাড়িয়া রামসুক উঠলো যে মুটিয়ে,
অর্হরের ডাল খায়, জোয়ারের রুটী হে ।

চা খেলেই তাড়া করে, — করে নাক কেয়ার-ই,
খাসা আছে, সুখে আছে, রামসুক তেওয়ারী ।

জেনে রাখো ঃ

দেশ	—	এক - একটি প্রদেশকে কবি এখানে দেশ বলে উল্লেখ করেছেন			
দন্ত	—	দাঁত	**নিত্য**	—	রোজ
মৎস্য	—	মাছ	**বে-ভাষা**	—	অন্য ভাষা

দরাজ	—	প্রশস্ত	**অন্ত**	—	শেষ
শৌর্য	—	সাহস	**চেঞ্জ**	—	পরিবর্তন

কবি পরিচয় ঃ

কুমুদরঞ্জন মল্লিক বর্ধমান জেলার কোগ্রামে ১৮৮২ সালে জন্মগ্রহণ করেন । বি. এ. পাশ করে শিক্ষকতা শুরু করেন এবং মাথরুন হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক রূপে অবসর গ্রহণ করেন । তাঁর কবিতায় বাংলার গ্রামীণ সংস্কার, পল্লী প্রীতি, বৈষ্ণব ভাবরস, স্নিগ্ধ মাধুর্য দান করেছে। 'বনতুলসী' উজানী, একতারা, বীথি, স্বর্ণসন্ধ্যা প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ । ১৯৭০ সালে তাঁর মৃত্যু হয় ।

কাব্য পরিচয় ঃ

বিহার প্রদেশের বাসিন্দা রামসুক তেওয়ারী ভুট্টার ছাতু, ছোলা ইত্যাদি খেয়ে দরাজ বুকে, গভীর পেট, মজবুত দাঁতের অধিকারী ছিল । কিন্তু বাংলায় এসে সে সকাল সন্ধ্যায় চা খাওয়ার নেশা ধরেছে । তাতে তার অম্বল, পিত্ত প্রভৃতি নানা রোগ দেখা দিয়েছে । খাওয়া গেছে কমে । এমন রোগা হয়েছে যে পাঞ্জাবী যেন পুরানো গেঞ্জির মতো হয়ে গেছে । ডাক্তারের ওষুধেও কোন কাজ হচ্ছে না । শেষে দেশ থেকে 'দেশোয়ালী ভাইয়া' এসে প্রথমেই তার চা খাওয়া বন্ধ করাতে সে তার শারীরিক সুস্থতা ফিরে পেলো ।

পাঠ পরিচয় ঃ

শব্দগুলি ঠিক ঠিক জায়গায় লেখো ঃ

(ছাতু, তুলসীর, গেঞ্জি, রুটি, লেট্টি, ডাল, রামসুক তেওয়ারী)

1. **ভুট্টার ..... খেত, সের দুই ..... ।**

2. **পাঞ্জাবী হল তার পুরাতন ..... ।**

3. **..... রামায়ণ পাঠ করে রাতে সে ।**

4. **অর্হরের ..... খায়, জোয়ারের ..... হে ।**

5. **খাসা আছে, সুখে আছে, ... ।**

অতি সংক্ষেপে লেখো ঃ

6. 'এই দেশ' বলতে কবি এখানে কোন দেশকে বুঝিয়েছেন ?
7. প্রাতে আর সন্ধ্যায় সে রোজ কী খায় ?
8. কুস্তির শেষে সে কী খেত ?
9. রামসুকের অসুখের সংবাদ পেয়ে কে তার কাছে এসেছিল ?
10. দেশোয়ালী ভাইয়া রামসুকের কী খাওয়া বন্ধ করলে ?

সংক্ষেপে লেখো ঃ

11. রামসুক তেওয়ারী কি কি খেতো ?
12. 'পরকাল ফর্সা' বলতে কবি কী বলতে চেয়েছেন ?
13. কোন প্রদেশে এসে, কী খাওয়ার নেশা রামসুক তেওয়ারীর সর্বনাশ ডেকে আনলো ?
14. রামসুকের চিকিৎসার প্রয়োজন হয়েছিল কেন ?

বিস্তারিতভাবে লেখো ঃ

15. চা খাওয়া শুরু করার পর রামসুক তেওয়ারীর শরীরে কি কি অসুবিধা দেখা দিল ?
16. যার যা খেয়ে অভ্যাস । সেই অভ্যাসে অনিয়ম ঘটলে শারীরিক অসুস্থতা দেখা দিতে পারে, যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের রামসুক তেওয়ারী ।
    — কবিতাটি অবলম্বনে এ বিষয়ে নিজের মন্তব্য দাও ।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি ঃ

1. বিপরীত শব্দ লেখো ঃ

ভাই	পুরাতন	প্রথম
ফর্সা	অন্ত	পরকাল

2. প্রায় সমান উচ্চারিত শব্দগুলির অর্থ লেখো ঃ

বর্ষা, বর্শা	পূর্ণ, পুণ্য
পাঠ, পাট	দেশ, দ্বেষ

3. শুদ্ধ বানান লেখো ঃ

দেস	পুরাতণ	অশুখ
সন্ধা	সূখ	পুন্য

4. অনুচ্ছেদ লেখো ঃ

চা, পান, সুপারি, খৈনি ইত্যাদি যে কোনো নেশার জিনিস গ্রহণ করা